সাইফুরীয় তেলেসমাতি!

কার্টুন : কিশোর

আসজাদুল কিবরিয়া

তেলের মূল্য বাড়ানো না বাড়ানো নিয়ে বড় ধরনের হৈ-হল্লা হয়ে গেল গত দু'সপ্তাহ ধরে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় আসন্ন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার প্রসঙ্গে দেশের বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়। এতে বলা হয়, রাজস্বখাতের ওপর বড় ধরনের যে চাপ রয়েছে, তা সামাল দিতে এবার তেলের দাম বাড়ানো প্রয়োজন। এরপর দিন ২৪ জানুয়ারি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান প্রকাশ্যে বলে বসলেন যে এতোদিন তেলের দাম না বাড়ানো ভুল হয়েছে। তিনি বলেন, 'বিশ্বের সব দেশই জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করছে। আমরা এতোদিন দাম বাড়াইনি। আমাদের ভুল হয়েছে। ৬০ টাকায় তেল কিনে ৪০ টাকায় বিক্রি করলে দেশ চলতে পারে না।'

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে যুক্তি আছে। তবে তিনি কথা বলেছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাপে। বা আইএমএফ-কে সন্তুষ্ট করতে এবং তাতের কাছ থেকে ঋণ সাহায্য পাওয়ার শর্ত পূরণ করার অংশ হিসেবে। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের পরদি থেকে দেশজুড়ে জ্বালানি তেল নিয়ে হুলুস্থুল পড়ে গেল। যে যার মতো মজুদ করা শুরু করল। বিভিন্ন জায়গায় তেলের দাম নির্বিচারে বাড়ানো আরম্ভ হলো। বিশেষত উত্তরাঞ্চলে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ডিজেল সংকট দেখা দেয়। বলতে গেলে, পরিস্থিতি পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বেকায়দায় পড়ে অর্থমন্ত্রী এবার পুরোপুরি সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন সংবাদ মাধ্যমের ওপর। গত ২৮ জানুয়ারি মৌলভীবাজারে এক অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে বললেন, 'আমি তেলের দাম বাড়ানোর কথা বলিনি। পত্রিকায় বানিয়ে লিখেছে।' বেশ ভাল কথা।

সবগুলো পত্রিকা একজোট হয়ে না হয় মিথ্যা কথাই লিখেছে অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বিপাকে ফেলতে! কিন্তু তিন-চারটি টিভি চ্যানেল? সেখানে অর্থমন্ত্রীর নিজের জবানিতে যে বক্তব্য প্রচারিত হলো? অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে কিছু বলেননি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বলবেন যে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কারিগরি কৌশলে তাঁর বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে। এজন্য তিনি প্রয়োজনে লন্ডন প্রবাসী গাফফার চৌধুরীর শরণাপন্ন হতে পারেন। অর্থমন্ত্রীর কান্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন খোদ সরকারীদলীয় সাংসদরা। গত ২৯ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে তেরে দাম বাড়ানোর বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর প্রকৃত বক্তব্যও জানতে চাওয়া হয়। স্লিপকারের র লিংের পর শেষপর্যন্ত অর্থ প্রন্মন্ত্রী শাহ মোহাম্মদ আবুল হোসেন সংসদকে জানান যে তেরের দাম বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। অন্যদিকে অর্থমন্ত্রী এবং জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমানও বলেছেন যে তেরে কোনো সংকট নেই, দামওবাড়বে না।

আসলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় নিজের ব্যর্থতা ক্রমাগত বেড়ে চলায় অর্থমন্ত্রী ইদানীং যখন যাকে পাচ্ছেন, তার ওপর রাগ ঝাড়ছেন। এক্ষত্রে তাঁর অশোভন ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হচ্ছেন অর্থনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কাছে নাকে খত দিতে দিতে সাইফুর রহমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। সবকিছু এখন চলছে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের মর্জি মতো। মহা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে চার বছর আগে অর্থনীতিতে যেসব সংস্কার কার্যক্রম আরম্ভ করেছিলেন, তা এখন একের পর এক বুমেরাং হয়ে আসছে। তাল সামলাতে না পেরে গত ২৯ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছেন, রিজার্ভ থেকে ৩০ কোটি ডলার জনতা ও অগ্রণী ব্যাংককে দেয়ার জন্য যেন তেল আমদানির ঋণপত্র খোলা হয়। অর্থ এই মুহূর্তে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে প্রায় ২৯০ কোটি ডলার। বিপদ আরো আছে। তেল আমদানির জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও এইচএসবিসির কাছ থেকেও ৫০ কোটি ডলার ঋণ করতে যাচেছ সরকার। এই অর্থ ঋণ নেয়ার ছয় মাসের মধ্যে সুদে-আসলে সরকারকে ফেরত দিতে হবে ৫১ কোটি ৬৫ লাখ ডলার।

ইতিমধ্যে তেলের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে তহবিল যোগান দিতে দিতে ভয়াবহ সংকটে পড়েছে সোনালী ব্যাংক। যেই ব্যাংক কোনোদিন বাজার থেকে ডলার কেনেনি, বরং সব সময় বাজারে ডলার যোগান দিয়েছে, সেই ব্যাংক এবার বাজারে নেমেছে ডলার কিনতে। সোনালী ব্যাংক বিপিসির কাছে ৫ হাজার কোটি টাকা পায়। অন্যদিকে বিমানের কাছে কয়েক হাজার কোটি

টাকা বাকি পড়ে আছে বিপিসির। এবং সবগুলোই সরকারি প্রতিষ্ঠান। চূড়ান্তভাবে অদক্ষ ও অপেশাদার সংস্থা বিমানের কোটি কোটি টাকা লোকসানের দায়ভার গুনতে হচ্ছে সারা দেশের মানুষকে। মাঝখানে বিপিসি একবার বিমানকে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। চেয়েছিল বিদেশী বিমান সংস্থাগুলোর কাছে নগদে জ্বালানি তেল বিক্রি করবে। অর্থমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তা হতে পারেনি। বিপিসির দায়- দেনা শোধ না করে এখন বিমানের জন্য আরেক বিদেশী ব্যাংক সিটি ব্যাংক এনএ-এর কাছ থেকে ৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়া হচ্ছে এয়ারক্রাফট কিনতে হবে বলে। সব মিলিয়ে বড় ধরনের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিতে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এতে রিজার্ভ সংকট বাড়বে, বাজারে ডলারের দাম বাড়বে, বাড়বে আমদানিকৃত পণ্যের দাম।

রিজার্ভ থেকে ডলার দেয়ার যে নির্দেশ অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন তা অর্থনীতিতে আরেক ধরনের সংকট তৈরি করবে। এখন কিছু হরেলই সবাই দৌড়াবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ডলারের জন্য। প্রায় এক বছর আগে বাজারে ডলার সংকটের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঢালাওভাবে রিজার্ভ না দিয়ে বরং তহবিল ব্যবস্থাপনা ঠিক করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে মোটামুটি একটা শৃ খলা এসেছিল বাজারে ও ব্যাংকগুলোয়। অর্থমন্ত্রী এবার সেটাও নষ্ট করার ব্যবস্থা করলেন ।

এই যে বিভিন্ন ধরনের সংকট একের পর এক অর্থনীতিতে আসছে, তা কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি, হয়নি শুধু আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বাড়ার কারণে। কেউ কেউ অর্থমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, তেলের দাম বাড়ানো হলে তেলের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার কমবে। ভাল কথা। কিন্তু, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর কথায় কোনো রকম বাছ বিচার না করে দফায় দফায় আমদানি শুল্ক কমিয়ে দিয়ে মালয়েশিয়ান পরোটা, কাজু বাদাম, খুবানি, পিচফল থেকে আরম্ভ করে সিরামিক ইট ও এসি মোটরের মতো শত শত বিলাসী পণ্যের আমদানি সহজলভ্য করার সময় খেয়াল ছিল না? আইএমএফ কোনো কিছু বললে এ পা এগিয়ে করতে দ্বিধা নেই অর্থমন্ত্রীর। অন্যদিকে কৃষি ভর্তুকীর অর্থ বা সার-সেচের জন্য বাজেটের ন্যূনতম টাকা ছাড় করতে বড়ই আপত্তি তাঁর।

সার্বিকভাবে জ্বালানি তেলের এই সংকটময়তার চিত্রটি অর্থনীতির কয়েকটি বড় ধরনের দুর্বলতারই প্রমাণ করে। প্রথমত, দেশে তেলের প্রধান আমদানিকারক ও যোগানদার হয়েও বাজার ব্যবস্থার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বিপিসি তথা সরকারের। কারণ, অস্থিতিশীল বাজারে হস্তক্ষেপের জন্য রাষ্ট্রের হাতে যে দক্ষ হাতিয়ার থাকা প্রয়োজন তা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতি। দ্বিতীয়ত, আইএমএফ-এর পরামর্শে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হলেও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি, বন্ধ হয়নি অদক্ষ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ যোগান দেয়ার প্রবণতা। তৃতীয়ত, তুলনামূলকভাবে অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শুল্ক হার বাড়ানো বা এলসি মার্জিন আরোপ করার কোনো ক্ষমতাই সরকারের নেই আইএমএফ-এর আছে দাসখত দেয়ার বদৌলতে। চতুর্থত, বাংলাদেশ ব্যাংককে দিয়ে শুধু মুদ্রানীতির মাধ্যমে ডলার সংকট ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালানো হলেও তা কার্যকর হতে পারছে না রাজস্ব নীতির সঙ্গে বৈসাদৃশ্য থাকায়।

বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর প্রীতিভাজন আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী কী সংকটগুলোর দায় আদৌ স্বীকার করবেন?

ভালোবাসার ফ্রি বিজ্ঞাপন

আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন'স ডে । বিজ্ঞাপন যদি হয় ভ্যালেন্টাইন'স ডে শুভেচ্ছা, থাকে ভালোবাসার কথা, তবে ২৫ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠান । আপনার বিজ্ঞাপন ছাপা হবে । পাঠাতে হবে ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ।

ঠিকানা

ভ্যালেন্টাইন বিজ্ঞাপন, সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ভ্যালেন্টাইন'স ডে'তে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করতে চাই

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

আপনার বিজ্ঞাপনটি ওপরের ফরমের ভেতর হবে । ফটোকপি, ফ্যাক্স গ্রহণযোগ্য নয়